বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

অবসর ভবন

৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

ফোন ঃ ৯১১৯২০৮, ৯১১৪৮৫৮।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ১৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা প্রতিনিধিগণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী ঃ

স্থান ঃ অবসর ভবন।
তারিখ ঃ ১৮ মার্চ, ২০১৮।
সময় ঃ পূর্বাহ্ন ৯.৩০ ঘটিকা।
সভাপতি ঃ জনাব মোঃ মাহে আলম।
সভাপতি, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় জেলা শাখা সমিতির ১০৮ জন প্রতিনিধি (পরিশিষ্ট- ক) এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অধিকাংশ কর্মকর্তা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সমিতির আজীবন সদস্য জনাব মোঃ লুৎফর রহমান জোয়ার্দ্দার অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন। সভাটি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয় ঃ

(১) পবিত্র কোরআন হতে তেলওয়াত ঃ

সভার প্রারম্ভে সমিতির অফিস সহকারী জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত ও উহার বাংলা তরজমা পাঠ করে শোনান।

(২) পরলোকগত সদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত ঃ

পরলোকগত সদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব এ কে শামসুল হক।

(৩) সমিতির মহাসচিবের স্বাগত ভাষণ ঃ

সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর তার সংক্ষিপ্ত স্বাগত ভাষণে সকলকে কষ্ট স্বীকার করে মতবিনিময় সভায় যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জেলা শাখা সমিতির সাফল্য ও অভাব অভিযোগের যে সকল বিষয় আজকের সভায় উত্থাপিত হবে তা যথাযথভাবে রেকর্ড করা হবে এবং

সমিতির সামর্থ অনুযায়ী অভাব অভিযোগগুলো পূরণের চেষ্টা করা হবে বলে তিনি উপস্থিত জেলা প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেন। অতঃপর তিনি জেলা শাখা সমিতির কিছু বাস্তব সমস্যা তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, কতিপয় জেলাতে জেলা শাখার গঠনতন্ত্র অনুসারে সময়মত নির্বাচন সম্পন্ন হয় না যাহা অনাকাঙ্খিত। তিনি নতুন কমিটি গঠনের সময় জেলা সমিতিগুলোকে জেলা সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধি বিধান অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। তা না হলে অযথা মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এসব কারণে দু'একটি জেলায় মামলাজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। ফলে ঐ সমস্ত জেলার দরিদ্র পেনশনারগণ সমিতির অর্থ সহায়তা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। এছাড়া যে সকল জেলাতে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু জেলায় কম্পিউটার ব্যবহার করার কোন আলামত পাওয়া যায়না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি, জরুরী চিকিৎসার সাহায্যের ক্ষেত্রে কতিপয় জেলার আবেদনের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়া যায় না। এ প্রেক্ষিতে এরূপ জেলা সমিতিসমূহকে মঞ্জুরী প্রদান করা সম্ভব হয় না। তিনি জানান যে, এ বছর বাজেটে জরুরী চিকিৎসা খাতসহ কয়েকটি খাতে জেলা সমিতির বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মহাসচিবের প্রাথমিক বক্তব্যের পর জেলা শাখাসমূহ হতে আগত নিম্নবর্নিত প্রতিনিধিগণ সামষ্টিক ও স্ব স্ব জেলার সমস্যা সম্বলিত বক্তব্য তুলে ধরেন ঃ

ক্রমিক নং	জেলা প্রতিনিধির নাম	পদবী	জেলার নাম
০১	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	চেয়ারম্যান	জামালপুর জেলা শাখা
০২	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী	চেয়ারম্যান	নরসিংদী জেলা শাখা
০৩	জনাব সরোজ কুমার চাকমা	সাধারণ সম্পাদক	খাগড়াছড়ি জেলা শাখা
০৪	কাজী শামসুল হুদা	সাধারণ সম্পাদক	কুষ্টিয়া জেলা শাখা
০৫	জনাব নির্মল চন্দ্র বর্মণ	সাধারণ সম্পাদক	লালমনিরহাট জেলা শাখা
০৬	জনাব আজীর উদ্দিন চৌধুরী	সাধারণ সম্পাদক	মৌলভীবাজার জেলা শাখা
০৭	জনাব আব্দুল মতিন খান	সাধারণ সম্পাদক	নেত্রকোণা জেলা শাখা
০৮	অধ্যক্ষ কাজী মোঃ রফিকউল্লাহ	চেয়ারম্যান	নোয়াখালী জেলা শাখা

০৯	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	চেয়ারম্যান	কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা
১০	জনাব আছির উদ্দিন (মিলন)	সাধারণ সম্পাদক	সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা
১১	সৈয়দ আমির আলী	চেয়ারম্যান	নড়াইল জেলা শাখা
১২	জনাব নাদুর হোসেন বিশ্বাস	চেয়ারম্যান	যশোর জেলা শাখা
১৩	খন্দকার মিজানুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক	ঝিনাইদহ জেলা শাখা
১৪	জনাব আব্দুর রশিদ কবিরাজ	সাধারণ সম্পাদক	ঢাকা জেলা শাখা
১৫	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক	মানিকগঞ্জ জেলা শাখা
১৬	জনাব এ.টি.এম মুজিবুর রহমান	চেয়ারম্যান	নীলফামারী জেলা শাখা
১৭	প্রফেসর এম. মোয়াজ্জেম হোসেন	চেয়ারম্যান	বরিশাল জেলা শাখা
১৮	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ	চেয়ারম্যান	হবিগঞ্জ জেলা শাখা
১৯	জনাব আলহাজ্ব মোঃ আবু আল কাশেম	সাধারণ সম্পাদক	বরগুনা জেলা শাখা
২০	আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন মন্টু	চেয়ারম্যান	নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা
২১	জনাব মোকাররম হোসেন খান	চেয়ারম্যান	পিরোজপুর জেলা শাখা
২২	আলহাজ্ব এ, আর পাঠান	চেয়ারম্যান	কুমিল্লা জেলা শাখা
২৩	জনাব নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী	সাধারণ সম্পাদক	চাঁদপুর জেলা শাখা
২৪	জনাব কবির আহম্মেদ	চেয়ারম্যান	ময়মনসিংহ জেলা শাখা

জেলা প্রতিনিধিগণ মোটামোটি একই ধরনের বিষয়াদি তাদের বক্তব্যে তুলে ধরে সেগুলোর আশু সমাধানে কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান। তাদের সকলের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ পাওয়া যায় ঃ

(১) জেলা শাখা সমিতির বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা;

(২) অত্র সমিতির শাখা উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত বিস্তৃত করা;

(৩) জেলা শাখা সমিতির কম্পিউটার অপারেটরদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা;

(৪) পেনশনারদের জন্য পেনশনারস ব্যাংক স্থাপন করা;

(৫) পুনরায় সুদমুক্ত ঋণ চালু করার ব্যবস্থা করা;

(৬) জেলা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ৩ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা।

(৭) পেনশন বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করা;

(৮) শিক্ষাবৃত্তির ফরম সহজীকরণ করা;

(৯) জেলা শাখা সমিতির গঠনতন্ত্রের অসংগতিগুলো সংশোধন করার ব্যবস্থা করা;

(১০) কেন্দ্রীয় সমিতির ন্যায় একই গঠনতন্ত্র জেলা শাখায় প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা;

(১১) জেলা শাখা সমিতিতে একাদিক্রমে তিনবারের অধিক চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনে অংশ নেয়ার অধিকার বারিত করার বিধান রহিত করা;

(১২) প্রতি জেলায় একটি করে ক্যালেন্ডার ও ডাইরী প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

(১৩) জেলা শাখার সমিতির গঠনতন্ত্রে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা;

(১৪) কেন্দ্রীয় সমিতির ভবনে বিদ্যমান রেস্ট হাউজের মান ও কলেবর বৃদ্ধি করা;

(১৫) এক পদ এক পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া;

(১৬) সরকারী হাসপাতালে পেনশনারদের জন্য আলাদা কাউন্টারের ব্যবস্থা করা;

(১৭) জেলা শাখা সমিতির চেয়ারম্যানদের পদবী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদবী মহাসচিব হিসেবে অভিহিত করা;

(১৮) জেলা শাখা সমিতির চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকের যাতাযাত ভাতা বৃদ্ধি করা;

(১৯) কেন্দ্রীয় সমিতির নাম বাংলাদেশ পেনসনারস কল্যাণ সংস্থা/সমিতি রাখা;

(২০) জেলা শাখা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের যাতায়াত ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা;

(২১) পেনশনারদের চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(২২) কেন্দ্রীয় সমিতিতে একটি ক্যানটিন স্থাপনের ব্যবস্থা করা;

(২৩) জেলার শাখা সমিতির চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদককে কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা;

(২৪) জেলা শাখা সমিতিতে একজন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা;

(২৫) পেনশন উত্তোলন আরও সহজীকরণ করা;

(২৬) জেলা শাখার বিনোদন খাতের অর্থ শীতকালে প্রেরণ করা;

(২৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা করা;

(২৮) যে সকল জেলায় শাখায় নিজস্ব অফিস নাই সেই সকল জেলায় নিজস্ব অফিসের ব্যবস্থা করা;

(২৯) জেলা শাখা সমিতির অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা;

(৩০) জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে জেলা শাখা সমিতির উপদেষ্টা করা;

(৩১) জেলা সমিতির বিভিন্ন বরাদ্দ যথাসময়ে প্রেরণ করা;

(৩২) পেনশনারদের সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বৃদ্ধি করা।

কোষাধ্যক্ষের বক্তব্য ঃ

সমিতির কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ ও জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তার বক্তব্যের সূত্রপাত করেন। তিনি শতভাগ পেনশনারগণকে পেনশন বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করে সকলের ঐক্য প্রত্যাশা করেন। তিনি জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে জেলা সমিতির উপদেষ্টা করার পক্ষে মত দিয়ে এ ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠানোর অনুরোধ করেন। সমিতির আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে জেলা শাখা সমিতির সকল দাবি দাওয়া পূরণ করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি সকল ন্যায্য দাবী দাওয়াগুলো পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে মর্মে প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেন এবং জেলা সমিতিগুলোকে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে মর্মে সভাকে অবহিত করে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সহ-সভাপতির বক্তব্য ঃ

সহ-সভাপতি ড. খোন্দকার শওকত হোসেন উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলমকে ৬ বছর দায়িত্ব পালনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জেলা সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন করার লক্ষ্যে একটি সেল গঠন করার প্রস্তাব করেন। তিনি জেলা সমিতির নিজস্ব অফিসের জন্য

বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি প্রতিনিধিদের বক্তব্যে উঠে আসা ন্যায় সঙ্গত দাবী দাওয়া পূরণের প্রচেষ্টা চালানো হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

মহাসচিবের ২য় বারের বক্তব্য ঃ

জেলা প্রতিনিধিদের বক্তব্যের জবাবে মহাসচিব বলেন যে তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে সেগুলো সম্পর্কিত আশু করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, উত্তরায় প্রাপ্ত জমিতে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে পেনশনারদের সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা হবে। যে সকল জেলা শাখা সমিতিতে নিজস্ব অফিস নেই সে সকল জেলা সমিতিকে অফিস বরাদ্দের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। তিনি পেনশনারদের সকল দাবী-দাওয়া বিবেচনার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হবে মর্মে সকলকে আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন যে এ সমিতি ধীরে ধীরে এ পর্যায়ে এসেছে। তাছাড়া আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে। সুতরাং অতিদ্রুত কিছু করা সম্ভব হবে না। আশা করি ধীরে ধীরে আমরা আরও এগিয়ে যাবো। তিনি প্রতিনিধিদের নিরাশ না হয়ে আশাবাদী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্য ঃ

সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলম উপস্থিত সকলকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ধৈর্য ধরে সকলের বক্তব্য শ্রবণ করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ ০৬ বছর যাবৎ একসাথে কাজ করেছেন পেনশনারদের অনেক দাবী-দাওয়া পুরণ করতে পারলেও বেশ কিছু দাবী দাওয়া এখনও অপূর্ণ আছে। তিনি ভবিষ্যতে পেনশনারদের দাবী পূরণে নতুন কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করে যাবেন মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। যে সকল জেলা শাখার নিজস্ব অফিস নেই সে সকল জেলা শাখা সমিতিতে অফিসের ব্যবস্থা করার জন্য নতুন কমিটিকে সহযোগিতা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেনশনারদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি সকলের কল্যাণ ও দোয়া কামনা করেন এবং সভাটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে সকলের শুভকামনান্তে ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর)
মহাসচিব

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মাহে আলম)
সভাপতি

বিতরণ ঃ চেয়ারম্যান, সকল জেলা শাখা সমিতি।